দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

অর্থনৈতিক সংকট ঃ এশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মার্কিন ঋণ কর্মসূচী

ওয়াশিংটন, এপিবি/আইপিএস ঃ অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত এশীয় ছাত্রদের সাহায্যের জন্য একটি মার্কিন ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে এশীয় ছাত্র ও মার্কিন অর্থনীতি উভয়ই লাভবান হবে। এতে ছাত্ররা তাদের শিক্ষাবর্ষ শেষ করাসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করারও সুযোগ পাবে।

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের প্রায় ৭৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এটা প্রত্যক্ষ করেছে যে, ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝিতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকটের জন্য তাদের পারিবারিক সঞ্চয় ও সরকারী বৃত্তির হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রায় অর্ধেকেরও নীচে নেমে এসেছে।

সেপ্টেম্বর মাসের শরৎ সেমিস্টারের শুরুতেই, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রায় এক হাজার চারশ ছাত্র-ছাত্রী দু'বছরের এক নতুন কর্মসূচীর অধীনে একটি সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ পেতে যাচ্ছে। নিজের দেশের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে এমন সব ছাত্রদেরকে এই ঋণ দেয়া হবে।

আমেরিকায় অধ্যয়নরত এশীয় ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য ঋণদানভিত্তিক এই নতুন কর্মসূচীর নাম হচ্ছে 'এশিয়া-হেলপ' বা এশিয়াকে সাহায্য করা। নিউইয়র্কভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন (আইআইই)-এর উদ্যোগে সম্প্রতি এখানে এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে মেক্সিকোর মুদ্রা পেসোর অবমূল্যায়ন ঘটার কিছুদিন পরই প্রতিষ্ঠানটি সেখানে অনুরূপ একটি কর্মসূচী চালু করেছিল।

শিক্ষাবিদ ও কর্মকর্তাবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বহু ছাত্রই এখন তাদের ভবিষ্যতের চিন্তা বাদ দিয়ে পড়াশোনার ব্যয়-ভার বহনের-জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, এ দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এসব ছাত্রদের দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে।

সরকারী পরিসংখ্যান মতে, এসব ছাত্ররা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে মজবুত করতেও সাহায্য করছে। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৪ লাখ ৫৭ হাজার ৯৮৪ জন বিদেশী ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয় এবং তারা তাদের বেতন ও থাকা-খাওয়ার খরচ বাবদ প্রায় ৭শ' কোটি ডলার ব্যয় করে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সেবা খাতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দিক থেকে এর স্থান ৫ম।

১৯৯৫-৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভর্তি হওয়া বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মোট ১৭ শতাংশ এসেছে ইন্দোনেশিয়া (১২ হাজার ৪৬১ জন), মালয়েশিয়া (১৪ হাজার ৫২৭ জন), দক্ষিণ কোরিয়া (৩৭ হাজার ১৩০ জন) এবং থাইল্যাণ্ড (১৩ হাজার ৪৮১ জন) থেকে। গত বছর এশিয়াতে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হওয়ার সময় থেকেই এই বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা কমতে শুরু করে। তবে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য জানা যায়নি। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত ডাটোডালি মাহমুদ হাসিম সংবাদ সংস্থা আইপিএসকে জানান, মালয়েশিয়ার ছাত্র সংখ্যা একেবারে অর্ধেকে নেমে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালের ১৪ সহস্রাধিকের জায়গায় ৭ হাজার। আর ৮০-র দশকের শেষ দিকে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৮ হাজারের মত।

আইআই-এর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ডেভিড আরনল্ড বলেন, এ বছর গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষাক্রমে প্রায় ৭শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে এবং কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্বে আরো ৭শ' ছাত্র ভর্তি হবে। কলেজে ভর্তি হওয়া এসব ছাত্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত এশিয়ার ৪টি দেশের ৫০ জন করে ছাত্র থাকবে।

আইআইই কর্মকর্তারা আরো জানান, ডক্টরেট ছাত্রদের বেলায় এই কর্মসূচী কার্যকর হবে না। কেননা, সাধারণত এদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি স্বচ্ছল বলে গণ্য করা হয়। এছাড়াও, এদের শিক্ষার মেয়াদও বেশ দীর্ঘ এবং এতে অনেক বছর সময় লাগে। যা কি-না এই ঋণ কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই কর্মসূচী হচ্ছে স্বল্পমেয়াদী। জরুরী আর্থিক প্রয়োজন মেটানোই এর লক্ষ্য।

আরনল্ড সাংবাদিকদের বলেন, অর্থের প্রয়োজনীয়তা, মেধা এবং 'নেতৃত্ব দক্ষতা'র ভিত্তিতে প্রতি বছর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসব ছাত্রদের এই ঋণের জন্য মনোনীত করা হবে। এছাড়াও, প্রতি বছরই ৪টি এশীয় দেশের সরকার তাদের দেশ থেকে আরো ৫০ জন করে ছাত্রকে এই ঋণের জন্য মনোনয়নদান করবেন। মনোনীত ছাত্ররা তাদের বেতন ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রয়োজন অনুসারে দুই থেকে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার ঋণ নিতে পারবে এবং দু'বছর ধরে তাদের এই ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ পাবে। পড়াশোনা শেষ করার এক বছর পর থেকে এই দেনা পরিশোধ শুরু করতে হবে। ছাত্রদের অবশ্যই মার্কিন ডলারে বা তাদের নিজস্ব মুদ্রায় এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে, ঋণ পরিশোধের সময় মুদ্রার যে বিনিময় হার বিদ্যমান থাকবে ঠিক সেই হারেই তা প্রদান করতে হবে।

আরনল্ড বলেন, এই ঋণের কোন নিশ্চয়তা দেয়া হবে না এবং ঋণগ্রহীতার 'সুনাম' ও 'প্রতিশ্রুতির' ওপর ভিত্তি করে এই কর্মসূচী চালু রাখা হবে।

এ কর্মসূচীর মোট অর্থের পরিমাণ ৭৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার। ফ্রিম্যান-পাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে এটি গড়ে ওঠেছে। এটি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ভারমন্টে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান চীনা বংশোদ্ভূত হিউটন ফ্রিম্যান। তিনি বীমা কোম্পানী আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের এশীয় শাখা (এআইজি)'র সাবেক নির্বাহী কর্মকর্তা।

ফ্রিম্যান এ কর্মসূচীর ব্যাপারে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে 'এশিয়া সম্পর্কে জ্ঞানের অনেক অভাব রয়েছে।' এ অভাব পূরণের জন্যই এ ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফাউন্ডেশনটি ছাত্র বিনিময় ও কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে-'এশিয়া বিষয়ক' তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সাহায্য দিয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেন, এছাড়াও এই ফাউন্ডেশনটি মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদেরকে চীন সফরের ব্যয়ভার বহন করেছে। তিনি বলেন, "কারণ আমরা মনে করি, যে দেশ সম্পর্কে তারা কথা বলতে চাচ্ছে, সে দেশ সম্পর্কে তাদের একটি ন্যূনতম জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।"

মার্কিন তথ্য এজেন্সির (ইউএসআইএ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সহযোগী পরিচালক জন লোইপলো বলেন, 'এই উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে মার্কিন তথ্য এজেন্সী পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সংস্থা (আসিয়ান)-এর সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর ছাত্রদের জন্য ২০ লাখ ডলারের একটি বৃত্তিমূলক তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।

আইপিএস'কে লোইপলো বলেন, এছাড়াও ঋণ ও অনুদানপ্রাপ্তদের ব্যাপারে মার্কিন সরকার তাদের ভিসার নিয়ম-কানুন সহজ করে দেয়ারও চেষ্টা চালাচ্ছেন। যাতে করে, সমস্যাজর্জরিত এশীয় দেশগুলোর ছাত্র-ছাত্রী বা তাদের স্বামী-স্ত্রীরা ক্যাম্পাসের বাইরে কাজ করে অর্থ উপার্জন বাড়াতে পারে। উল্লেখ্য, বর্তমান আইনে এ ধরনের কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।